যোগ করিতে পারিলেই কল্যাণ। সেই মনোযোগে যেন কোনও প্রকারে শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন বস্তুতে দৃষ্টি না থাকে। এস্থানে 'যুঞ্জ্যাৎ'—এই ক্রিয়াটি সম্ভাবনা অর্থে লিঙ্ করা হইয়াছে। যেহেতু স্নেহ এবং কাম প্রভৃতি বিধান করা যায় না, অর্থাৎ কাহাকেও স্নেহ কর, কিংবা কাম কর—এইরূপ আদেশে স্নেহ বা কাম করা যাইতে পারে না, যেহেতু স্নেহ এবং কাম হার্দ্দবস্তু অর্থাৎ স্বাভাবিক, সুতরাং তাহার উপর কোনও উপদেশ করা চলে না। পূর্ব্ব কথিত বৈরানুবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে কোনও একভাবে যদি ধ্যান করা হয়, তাহা হইলে ভগবৎ ভিন্ন বস্তুতে দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং শ্রীভগবানেই আকৃষ্ট হয়। 'বৈরানুবন্ধ' শব্দে বৈরভাবের অবিচ্ছেদ। 'নির্ব্বৈর' শব্দে বৈরভাবের অভাব মাত্র অর্থাৎ উদাসীন ভাব। ইহাতে স্নেহ কামাদিরাহিত্যও বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরভাবেই হউক অথবা বৈরাদিরাহিত্যেই হউক, ধ্যান করিবে। এ কথার অভিপ্রায় এই যে—কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যাহারা ধ্যান করিতেছে। এস্থানে ধ্যান পদটি উপলক্ষণে অর্থাৎ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ করিবে। এস্থানে স্নেহ শব্দে কামভাব ভিন্ন পরস্পর অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। সাধকের সেই "প্রেমবিশেষ" শব্দে কিন্তু সেই প্রেমে অভিরুচি অর্থ-ই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত ভাবের শ্রীকৃষ্ণে আবেশই মুখ্যফল। যদি সেই আবেশই মুখ্য ফল হইল, তাহা হইলে সত্বর সেই আবেশসিদ্ধির জন্য সেই সকল পূর্ব্ববর্ণিত ভাবময় মার্গের মধ্যে নিন্দিত বৈরভাবের সহিত বিধিময়ী ভক্তির সমতা নাই ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদ আর একটি শ্লোক বলিতেছেন 'যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।" অর্থাৎ হে রাজন! যেমন বৈরানুবন্ধে মানুষ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে তেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় না—ইহাই আমার নিশ্চয় ধারণা। এখানে 'বৈরানুবন্ধ' উপলক্ষণে ভয়কেও গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বৈরানুবন্ধে এবং ভয়ানুবন্ধে যেমন শীঘ্র তন্ময়তা অর্থাৎ ভগবদাবিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তব্যতামাত্র বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগে কিন্তু তেমন আবিষ্টতা ঘটে না। সেই সকল বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন জনে শ্রীভগবানের এবং ভগবৎ বিগ্রহ আভাসের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত বস্তুতেও বৈরানুবন্ধ এবং ভয়ানুবন্ধে ভাবনীয় বস্তুতে আবেশের মহৎফল দেখা যায়। তাহাই দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপাদন করিতেছেন "কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্। এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে। বৈরেণ পুতপাপ্মান স্তমাপুরনুচিন্তয়া" ॥

কীট (আরসোলা), কুমুরে পোকা কর্ত্তৃক কুড্যা অর্থাৎ গর্ত্তে নিরুদ্ধ